ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা

# সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন

(রাযিয়াল্লাহু আনহুম)

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

# সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন

(রাযিয়াল্লাহু আনহুম)

**(৫৪জন সাহাবীর জীবনী)**

**১**


**ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা**

মাওলানা মাসউদুর রহমান
অনূদিত



প্রকাশনায়

**রাহনুমা প্রকাশনী™**

## সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন (১)

মূল : ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা অনুবাদ : মাওলানা মাসউদুর রহমান
১ম প্রকাশ : এপ্রিল '১৪ (বর্ধিত সংস্করণ) জুন ২০১৭ প্রচ্ছদ : মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ : শাহারিয়ার প্রিন্টিং প্রেস, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা-১১০০।
বাঁধাই : আয়েশা বুক বাইন্ডিং, ৭৭ শুকলাল দাস লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা। ০১৯৭৯-১০৩ ৭৪০

একমাত্র পরিবেশক : **রাহনুমা প্রকাশনী,** ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

অনলাইন পরিবেশক : **রকমারি ডট কম**
(https://www.rokomari.com/book/publisher/2613/rahnuma)
অর্ডার করতে : ০১৫১৯-৫২১৯৭১/১৬২৯৭

**মূল্য : ৮০০/- (আটশো টাকা মাত্র)**

SAHABAYE KERAMER EMANDIPTO JIBON
Writer: Dr. Abdur Rahman Rafat Pasha, Translated by- Mawnala Maswoodur Rahman,
Published by: Rahnuma Prokashoni, Price: Tk. 800.00, US $ 25.00 only.

**ISBN 978-984-90618-2-3**
www.rahnumabd.com, E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com

**অর্পণ–**

আমার উস্তায হযরত মাওলানা মাহমুদুল আলম সাহেবকে।

যিনি বারো বছরের এক অবুঝ বালকের বুকে ‘বড়’ হওয়ার স্বপ্ন এঁকে দিয়েছিলেন।

আমার দুর্ভাগ্য, বুড়ো হয়ে গেলাম কিন্তু ‘বড়’ হতে পারলাম না।

–অনুবাদক

# অনুবাদকের কিছু কথা

সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে প্রিয় নবীর প্রিয় সাহাবীদের *সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন* নামের এই বরকতময় বইটির প্রথম খণ্ডের কাজ শেষ করার তাওফীক দান করেছেন।

দরূদ ও সালাম বিশ্বনবী শ্রেষ্ঠনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর অগণিত সাহাবী, আহলে বাইত এবং তাঁর সকল অনুগত অনুসারীর প্রতি।

বইটি আরবী ভাষা-সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ, লেখক, গবেষক ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা রহ. এর কালজয়ী রচনা *সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা*'র অনুবাদ, লেখকের আরও দুটো অনূদিত বই *তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন* এবং *নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন*'র সঙ্গে মিলিয়ে এর নাম দেওয়া হলো *সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন*। বইটি সাহাবীদের জীবনীভিত্তিক হওয়ার কারণে সাহাবী সংক্রান্ত মৌলিক কিছু কথা যেমন : সাহাবী পরিচিতি, তাঁদের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য, তাঁদের সম্পর্কে আকীদা-বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়গুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

## সাহাবীর সংজ্ঞা

এ বিষয়ে ইমাম বুখারী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, আবদুল কুদ্দুস ইবনে মালেক আল-আত্তার, আলী ইবনুল মাদীনী-সহ আরও অনেকের অনেক বক্তব্য রয়েছে। আমরা সেদিকে না গিয়ে শুধুমাত্র হাফেয ইবনে হাজারের সংজ্ঞাটি এখানে তুলে ধরছি। সাধারণ পাঠকের জন্য সেটাই সহজ, বিশুদ্ধ ও ব্যাপক। তিনি বলেন-

اَلصَّحَابِيُّ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًابِهِ وَمَاتَ عَلٰى الْاِسْلَامِ

'যে ব্যক্তি প্রিয় নবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তাঁকে রাসূল মেনে এবং মুসলিম হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনিই সাহাবী।'

'নবীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তাঁকে রাসূল মেনে' এবং 'মুসলিম হিসাবে মৃত্যু'র শর্তের কারণে প্রিয় নবীর 'সাহাবী' হিসাবে বিবেচিত হবেন-

এক- যাঁরা দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে ওঠা-বসা করেছেন।

দুই- যাঁরা অল্প কিছুদিন তাঁর সাহচর্য পেয়েছেন।

তিন- যাঁরা মোটেও সাহচর্য পাননি, (কিন্তু উপরোক্ত শর্তে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন)

চার- যাঁরা তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন বা করেননি।

পাঁচ- যাঁরা তাঁর সঙ্গে জিহাদে শরীক হয়েছেন বা হননি।

ছয় - যাঁরা উপরোক্ত শর্তে একবারমাত্র তাঁকে দেখেছেন।

সাত- দৃষ্টিশক্তিহীনতার কারণে যিনি তাঁকে চোখের দেখা দেখতে পাননি। তাঁরা সকলেই সাহাবী।

পক্ষান্তরে কাফের অবস্থায় তাঁর সাক্ষাৎপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাহাবী নয়। এমনকি পরিবর্তীতে ঈমান এনেও তিনি সাহাবী হতে পারবেন না যদি পুনরায় তাঁর সাক্ষাৎ না পান। কারণ 'সাহাবী' হতে হলে মুমিন হিসাবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ জরুরি। নবীজীর সঙ্গে ঐ ব্যক্তির ঈমান গ্রহণের পর আর সাক্ষাৎ হয়নি। একইভাবে 'সাহাবী' বিবেচিত হবেন না আহলে কিতাবের সেই মুমিন ব্যক্তিও যিনি নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে প্রিয় নবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। কারণ 'প্রিয় নবীকে রাসূল মেনে তাঁর সাক্ষাৎ...' এর শর্ত এই ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়নি।

যে ব্যক্তি নবীজিকে রাসূল মেনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে কিন্তু পরে মুরতাদ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে (নাউযুবিল্লাহ), সেও 'সাহাবী' নয়— মুসলিম হিসাবে মৃত্যুর শর্তের কারণে। যেই ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যাওয়ার

পর মৃত্যুর পূর্বেই আবার ইসলামে ফিরে এসেছেন। তিনি বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মতে প্রিয় নবীর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ না হলেও সাহাবী হিসাবে পরিগণিত।[১]

## সাহাবায়ে কেরামের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা

কয়েকটি আয়াত, তরজমা ও ব্যাখ্যা তুলে ধরা হচ্ছে যা সাহাবীদের মর্যাদার প্রমাণ বহন করে।

### আয়াত-১

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

'তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, যাদেরকে মানুষের (কল্যাণ ও সংশোধনের) জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।' সূরা আ-লি ইমরান : **১১০**

### আয়াত-২

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

'আমি তোমাদের বানিয়েছি এমন একটি দল যারা (সকল দিক বিবেচনায়) অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ নীতি, আর্দশ ও কর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেন তোমরা বিরোধী লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হতে পারো।' –সূরা বাকারা : **১৪৩**

উভয় আয়াতের আসল সম্বোধন সাহাবায়ে কেরাম। তাঁরাই এর প্রথম মেছদাক (লক্ষ্যস্থল)। নিজ নিজ আমল অনুসারে উম্মতের অন্য সকলেও তাতে অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আয়াত দুটোর প্রকৃত লক্ষ্য সাহাবায়ে কেরাম, এটা সকল মুফাসসির ও মুহাদ্দিসের ঐক্যমতে প্রমাণিত। আয়াত দুটোতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে সকল মানুষের মাঝে সাহাবায়ে কেরামই সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, ন্যায়নিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য।[২]

---

১. *আল-ইসাবা*, ১/৭-৯

২. ابن عبد البرفي مقدمة الاستيعاب

আল্লামা সাফারীনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আম্বিয়ায়ে কেরামের পরে সাহাবায়ে কেরামই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, এটাই জমহুর (সকল) উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।[১]

ইবরাহীম ইবনে সাঈদ জওহারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি হযরত আবু উমামা রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞাসা করলাম, সাহাবী হযরত মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তাবেঈ উমর ইবনে আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহির মধ্যে কে উত্তম। তিনি জবাব দিলেন–

لَا نَعْدِلُ بِاَصْحَابِ محمد صلى الله عليه وسلم اَحَدًا (الروضةالندية لابن تيمية ٤.٥)

'আমরা মনে করি না যে, কোনো মানুষের পক্ষে সাহাবীদের সমকক্ষ হওয়া সম্ভব, উত্তম হওয়া তো দূরের কথা।'

**আয়াত-৩**

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ

'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন।' –সূরা আল-ফাতহ : ২৯

সাধারণ মুফাসসিরীন-সহ ইমাম কুরতুবী বলেন, 'তাঁর সহচরগণ' এর মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের গোটা জামাতই অন্তর্ভুক্ত। এতে সকল সাহাবীর ন্যায়নিষ্ঠতা, তাঁদের হৃদয় ও মনের পবিত্রতা-পরিচছন্নতা এবং তাঁদের সম্পর্কে ব্যাপক প্রশংসার বাণী ঘোষিত হয়েছে খোদ জগৎস্রষ্টা মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে।

---

১. شرح عقيدة الدرة المضية

আবু উরওয়াহ যুবাইরী বলেন, একদিন আমি ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহির মজলিসে উপস্থিত ছিলাম, সেখানে লোকজন এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, লোকটি সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করে এবং তাঁদেরকে মন্দ বলে থাকে। একথা শুনে ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত আয়াতের অংশ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ (অর্থ : যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন) তেলাওয়াত করে বললেন, যেই ব্যক্তির অন্তরে প্রিয় নবীর কোনো সাহাবীর ব্যাপারে বিদ্বেষ থাকবে, সে এই আয়াতের শাস্তি পাবে। অর্থাৎ তার ঈমান বিপদজনক অবস্থায় পড়ে যাবে। কেননা আয়াতের মধ্যে কোনো সাহাবীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকে কাফেরদের আলামত আখ্যায়িত করা হয়েছে।

**আয়াত-৪**

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ

'আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত ঝরনাসমূহ।' –সূরা তাওবা : ১০০

এখানে সাহাবায়ে কেরামের দুটো স্তরের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, এক. অগ্রগামী প্রথম ও পুরাতন (সাবেকীনে আওয়ালীন) দুই. পরবর্তীতে ঈমান গ্রহণকারী। উভয়স্তরের সাহাবীদের সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে–

'তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ তাআলার প্রতি পরিপূর্ণরূপে তুষ্ট। তাদের জন্য অনন্তকালের জান্নাত নির্ধারিত'

সকল সাহাবীই এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। মুহাজিরীন ও আনসার সাহাবীদের চেয়ে সাবেকীনে আওয়ালীন (অগ্রগামী প্রথম পুরাতন) আর কারা?

**'সাবেকীনে আওয়ালীনে'র ব্যাখ্যা :** প্রথম ব্যাখ্যা–হযরত আবু মূসা আশআরী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, ইবনে সীরীন ও হাসান বসরী প্রমূখের। তাঁদের বক্তব্যের সারকথা এই যে, বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বাইতুল্লাহর দিকে কেবলা পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছিল হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে। এই ঘটনার পূর্বেই যারা ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবী হওয়ার অনন্য গৌরব লাভ করেছিলেন তাঁরাই সাবেকীনে আওয়ালীন (অগ্রগামী প্রথম ও পুরাতন)। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা– ইমাম শাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, হিজরতের ৬ষ্ঠ বর্ষে সঙ্ঘটিত 'বাইয়াতে রিদওয়ানে' যাঁরা শরীক হয়েছিলেন, তাঁরাই 'সাবেকীনে আওয়ালীন' (অগ্রগামী প্রথম ও পুরাতন) হিসাবে গণ্য।

'সাবেকীনে আওয়ালীনে'র যে ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হোক অর্থাৎ, উভয় কেবলার দিকে নামায আদায়কারী সাহাবী হোন অথবা বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী হোন, তাঁদের পরেও 'সাহাবী'র গৌরব অর্জনকারীদের সকলকেই আল্লাহ তাআলা وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ (এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে) অংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের সকলের জন্যেই নিজের পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের চিরস্থায়ী পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন।

## আয়াত-৫ ও ৬

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

'বলো, সকল প্রশংসাই আল্লাহর এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি। অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদের,

যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি, তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে, এটা মহা অনুগ্রহ।' –সূরা আন্-নমল : ৫৯, সুরা ফাতির : ৩২

উক্ত দুই আয়াতেই সাহাবায়ে কেরামকে মনোনীত বান্দা বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পরে তাঁদেরই একটি শ্রেণি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী'। এতে বুঝা যায় সাহাবায়ে কেরামের কারও দ্বারা যদি কখনো কোনো গুনাহ হয়েও থাকে, তবে তা ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। নইলে তাদেরকে 'মনোনীত বান্দা'র মধ্যে উল্লেখ করা হতো না।

কুরআনের প্রথম অধিকারী সাহাবায়ে কেরাম, কুরআনের সুস্পষ্ট ভাষ্য মতে তাঁরা আল্লাহ তাআলার 'মনোনীত বান্দা'। আর প্রথম আয়াতে সেই মনোনীত বান্দাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম এসেছে। এভাবে সকল সাহাবীই মহান সৃষ্টিকর্তার এই সালামের মধ্যে শামিল রয়েছেন।

## আয়াত-৭

وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

'কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের মুহাব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী, এটা আল্লাহর কৃপা ও নেয়ামত, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' –সূরা হুজুরাত : ৭-৮

এই দুই আয়াতে সকল সাহাবী সম্পর্কে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাঁদের অন্তরে ঈমানের প্রতি ভালোবাসা এবং কুফর, পাপাচার ও গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

এখানে যে কয়েকটি আয়াত তুলে ধরা হলো, আশা করি এগুলোই সাহাবীদের মর্যাদা, তাঁদের মাকবুল ও মাগফুর (ক্ষমাপ্রাপ্ত) হওয়া, তাঁদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং চিরস্থায়ী জান্নাত তাঁদের জন্য অবধারিত হওয়া প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

## সাহাবায়ে কেরামের অনন্য মর্যাদা হাদীসে

### হাদীস-১

*বুখারী*, *মুসলিম*সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

خَيْرُا لنَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْ نَهُمْ ــ فَلَا ادري ذَكَرَ قَرْنَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةً. ثُمَّ بَعْدَ هُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُوْن وَلَا يُشْتَشْهَدُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلَايُؤْ تَمَنُوْنَ وَيُنْذِرُوْنَ وَلَا يُوْفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السَّمَنُ

'সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ, মর্যাদার বিচারে এর পরের স্থানে তাদের যুগ যারা আমার যুগের সঙ্গে মিলিত। এরপর তাদের যুগ যারা তাদের (সাহাবীদের) সঙ্গে মিলিত। এরপর তাদের যুগ যারা তাদের (তাবেঈদের) সঙ্গে মিলিত। বর্ণনাকারী বলেন, এখন আমার মনে নেই যে তিনি যুগ দুইটি উল্লেখ করেছিলেন না তিনটি। এরপর এমন এমন লোক আসবে যারা না চাইলেও সাক্ষ্য দিতে তৈরি হয়ে যাবে। খিয়ানত করবে, আমানত রক্ষা করবে না, ওয়াদা ভঙ্গ করবে, অঙ্গীকার রক্ষা

করবে না। তাদের মাঝে (আদর্শিক চিন্তা-চেতনা না থাকার দরুন) স্থূলতা প্রকাশ পাবে।'

এই হাদীসে যদি যুগের উল্লেখ দু'বার হয়ে থাকে, তবে দ্বিতীয় যুগ সাহাবীদের এবং তৃতীয় যুগ তাবেঈদের। তিনবার বললে চতুর্থ যুগ তাবে তাবেঈগণের—হাদীসের মধ্যে তাঁরাও শামিল হয়ে যাবেন।

## হাদীস-২

لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِیْ فَاِنَّ اَحَدَکُمْ لَوْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِیْفَهُ

'খবরদার আমার সাহাবীদের মন্দ বলো না। কেননা তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে তাহলে সেটা সাহবীদের এক মুদ অথবা আধা মুদের সমানও হবে না।' (মুদ এক কেজির কাছাকাছি একটি পরিমাণ)

এই হাদীস সাহাবীদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক অনন্য মর্যাদার কথা তুলে ধরেছে। অন্যদের পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও তাঁদের এক কেজি বরং আধা কেজি পরিমাণ দানের কাছাকাছি মর্যাদা পাবে না। তাহলে সাহাবীদের আমলকে অন্যদের আমলের সঙ্গে কী করে তুলনা করা সম্ভব?

হাদীস-৩ *তিরমিযী শরীফে* হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِیْ اَصْحَابِیْ, لَا تَتَّخِذُوْ هُمْ غَرَضًامِنْ بَعْدِیْ. فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّیْ اَحَبَّهُم وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِیْ اَبْغَضَهُمْ. وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِیْ وَمَنْ اٰذَانِیْ فَقَدْ اٰذَی اللّٰهَ وَمَنْ اٰذَی اللّٰهَ فَیُوْشِكُ اَنْ یَّأْخُذَهُ

‘সাবধান! সাবধান আমার সাহাবীদের ব্যাপারে, আমার পরে তাদের সমালোচনার ক্ষেত্র বানিয়ো না। যে ব্যক্তি তাদের মুহাব্বত করল, সে প্রকৃত পক্ষে আমাকে মুহাব্বতের কারণেই তাদের মুহাব্বত করল। যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল, সে মূলত আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল, যে ব্যক্তি তাদের কাউকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল। যে আমাকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহকে কষ্ট দিল। যে ব্যক্তি আল্লাহকে কষ্ট দেবে শিগগিরই আল্লাহ তাআলা তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।’

‘যে ব্যক্তি তাদের মুহাব্বত করল, প্রকৃতপক্ষে আমাকে মুহাব্বতের কারণেই সে তাদের মুহাব্বত করল’ বাক্যটির দুটো ব্যাখ্যা রয়েছে :

এক- সাহাবীদের প্রতি মুহাব্বত-ভালোবাসা, আমার প্রতি মুহাব্বত-ভালোবাসার আলামত, অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই তাঁদের ভালোবাসে যার অন্তরে আমার প্রতি ভালোবাসা আছে।

দুই- যে ব্যক্তি আমার কোনো সাহাবীকে ভালোবাসে, এর অর্থ সেই ব্যক্তির প্রতি আমি মুহাম্মাদের ভালোবাসা রয়েছে। একই ব্যাখ্যা বিদ্বেষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

যে ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হোক এই হাদীস তাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সতর্ক সঙ্কেত, যারা সাহাবায়ে কেরামকে স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ সমালোচনার লক্ষ বানিয়ে থাকেন, তাঁদের ব্যাপারে এমন এমন কথা বলেন বা লেখেন যার কারণে শ্রোতা বা পাঠক তাঁদের ব্যাপারে আস্থা, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, সাহাবীদের সমালোচনা করা প্রিয় নবীর নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সমতুল্য।

### হাদীস-৪

ইমাম আহমাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন-

مَنْ كَانَ مُتَأَسِّيًا فَلْيَتَأَسَّ بِاَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلى اللهِ عليه وسلم فَاِنَّهُمْ اَبَرُّهَذِهِ الْاُمَّةِ قُلُوْبًا وَاَعْمَقُهَا عِلْمًا وَ اَقَلُّهَا تَكَلُّفًا وَ اَقْوَمُهَا هَدْيًا وَاَحْسَنُهَا حَالًا. قَوْمٌ اِخْتَا رَهُمُ اللهُ بِصُحْبَةِ نَبِيِّه وَاِقَامَةِ دِيْنِهِ– فَاعْرِفُوْا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوْا اٰثَارَهُمْ فَاِنَّهُمْ كَانُوْا عَلٰى الهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ–

‘কেউ যদি কারোর আদর্শের অনুসরণ করতে চায়, তবে তার উচিৎ প্রিয় নবীর সাহাবীদের অনুসরণ করা। কারণ গোটা উম্মতের মাঝে তাঁরাই অন্তরের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি পবিত্র, জ্ঞান ও ইলমের বিষয়ে গভীরতম। লৌকিকতার বিচারে স্বল্পতম, আদর্শ, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের দিক লক্ষ করলে তাঁরা দৃঢ়তম, অবস্থার দিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। তাঁরা ছিলেন এমন এক কওম যাঁরা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রিয় নবীর সাহচর্যের জন্য এবং দীন প্রতিষ্ঠার জন্য মনোনীত। অতএব, তোমরা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা জেনে রাখো এবং তাদের অনুসরণ করে চলো। কারণ তাঁরাই সরল, সোজা ও সঠিক পথে পরিচালিত।

## বর্ণিত আয়াত ও হাদীসের সারমর্ম

উপরে বর্ণিত আয়াত ও হাদীসগুলোতে শুধুমাত্র সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা, তাঁদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের ঘোষণা দিয়েই শেষ করা হয়নি বরং উম্মতের প্রতি জোরালো হুকুম দেওয়া হয়েছে যেন তাঁদের আদব-সম্মান বজায় রাখে এবং তাঁদের অনুসরণ করে চলে। তাঁদের কাউকেই মন্দ বলার বিরুদ্ধে উচ্চারণ করা হয়েছে কঠোর হুশিয়ারী। তাঁদের প্রতি ভালোবাসাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে প্রিয় নবীর প্রতি ভালোবাসা হিসাবে। তাঁদের প্রতি বিদ্বেষকে গণ্য করা হয়েছে নবীজীর প্রতি বিদ্বেষ হিসাবে।

## সাহাবায়ে কেরামের বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা : উম্মতের প্রতি ওয়াজিব সাহাবায়ে কেরামের জন্য ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করা, তাঁদের ইজমা (ঐক্যমত)কে শরীয়তের দলীল মনে করা এবং তাঁদের অনুসরণ-অনুকরণ করা। তাঁদের প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ রাখা, তাঁদের সকলকে অথবা কোনো একজনকে মন্দ বলা বা সমালোচনা করা ইসলামী শরীয়তে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসগুলোতেই রয়েছে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ।

## সাহাবায়ে কেরাম নিষ্পাপ নন

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আরও একটি আকীদা এই যে, নবীদের মতো সাহাবীগণ মাছুম বা নিষ্পাপ নন। কিন্তু তাঁরা মাগফুর অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের ভুল-ক্রুটির ওপর অটল থাকেননি, তওবা করেছেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।

## মুশাজারাতে সাহাবা

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতপার্থক্য হয়েছে। প্রকাশ্য যুদ্ধ পর্যন্ত ঘটেছে। কিন্তু উলামায়ে উম্মত সাহাবীদের আদব রক্ষার্থে সেই যুদ্ধকে 'যুদ্ধ' বা 'লড়াই' নামে আখ্যায়িত করা উচিত মনে করেননি। তারা একে আখ্যায়িত করেন 'মুশাজারাহ' নামে। যার অর্থ শাখাবহুল গাছ বা বহু ডাল-পালা বিশিষ্ট বৃক্ষ। যার একটি ডাল অন্য ডালের মধ্যে ঢুকে পড়ে, একটির সঙ্গে অন্যটির টক্কর লাগে যা গাছের জন্য দোষণীয় নয়, ক্ষতিকরও নয়।

মুশাজারাতে সাহাবার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা হলো, উভয়পক্ষের প্রতিই ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখা ওয়াজিব। কোনো পক্ষকেই মন্দ বলা হারাম।

উম্মতের ইজমা রয়েছে এ বিষয়েও যে, 'জামাল' (উটের) যুদ্ধে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর মত সঠিক। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল ভুলের ওপর।

একইভাবে সিফফীন যুদ্ধেও হযরত আলী ছিলেন হকের ওপর আর প্রতিপক্ষ হযরত মুআবিয়া এবং তাঁর সহযোগীরা ছিলেন ভুলের ওপর। অবশ্য তাঁদের ভ্রান্তিকে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'ইজতেহাদী খতা' রূপে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে 'গুনাহ' নয় (সুতরাং শাস্তিরও প্রশ্ন নেই) বরং ইজতেহাদের মূলনীতি হিসাবে পূর্ণচেষ্টার পরও ভুল হয়ে গেলে, ঐ ব্যক্তিও সাওয়াব থেকে মাহরূম হয় না। (সিদ্ধান্ত সঠিক হলে দুটো সাওয়াব, আর ভুল হলে) একটি সাওয়াব সেও পায়।

এভাবে একদিকে মুশাজারাতে সাহাবার ক্ষেত্রে 'সঠিক মত' ও 'ভুল মত' চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও আদব পূর্ণরূপে রক্ষা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিজের জবান ও ভাষাকে সংযত রাখতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লামা কুরতুবী রহ. আহলুস সুন্নাহ এর নীতি-আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে এই মুশাজারায়ে সাহাবা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন এভাবে :

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত তালহা ও যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে 'আশারায়ে মুবাশ্‌শারা' এর অন্তর্ভুক্ত বলে জানিয়ে ছিলেন, তাদের ব্যাপারে নবীজীর ভবিষ্যত বাণী ছিল, তাঁরা উভয়েই শহীদ হবেন। বাস্তব ক্ষেত্রে তারা হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার বদলা বা 'কেসাসে'র দাবিতে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে শহীদ হয়েছিলেন। প্রিয় নবীর হাদীস তাঁদেরকে শহীদ আখ্যায়িত করেছে। পক্ষান্তরে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার হযরত আলী কাররামাল্লাহুর পক্ষে জোরালো তৎপরতা চালিয়ে যুদ্ধে অংশ নেন। পূর্ণ শক্তি দিয়ে হযরত আলীর বিরোধীদের মুকাবেলা করেন। প্রিয় নবী তাকেও শহীদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।"

এক্ষেত্রে একজন মুমিনের প্রধান ভাবনার বিষয় প্রিয় নবীর ভবিষ্যতবাণী, যা স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দেয়, হযরত তালহা ও যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য লড়াই করেছিলেন, সে

কারণেই তাঁরা দু'জনও শহীদ। একই সঙ্গে হযরত আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহুর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না, সে কারণে তিনিও শহীদ এবং তিনিও প্রশংসার যোগ্য। উভয় দলের মতের ভিন্নতা কোনো পার্থিব গরজে ছিল না, ছিল ইজতেহাদ ও নেক ভাবনার ভিত্তিতে। ফলে কোনো দলকেই সমালোচনার আঘাতে জর্জরিত ও অসংযত ভাষায় আহত করা কোনোভাবেই বৈধ হতে পারে না। নিজের ঈমানকে নিরাপদ রাখতে চাইলে কুরআন সুন্নায় বর্ণিত সকল সাহাবীর ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়া এবং তাঁদের জন্য চিরস্থায়ী জান্নাত অবধারিত হওয়ার বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল করতে হবে। প্রিয় নবীর নির্দেশে নিজের জবান ও ভাষাকে সাহাবীদের ব্যাপারে সংযত করে অন্তরে তাঁদের প্রতি মুহাব্বত ও ভালোবাসা জাগ্রত রাখতে হবে। কুরআন ও হাদীসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ইতিহাস—যা সাহাবায়ে কেরামকে কোনোপ্রকার কালিমা লিপ্ত করে, সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে।

## সাহাবায়ে কেরামের তাবাকা (শ্রেণি)

উলামায়ে কেরাম সাহাবীদের বারোটি তাবাকার আলোচনা করেছেন। কেউ কেউ বেশিও বলে ছেন, মুহাম্মাদ ইবনে সাআদ বলেছেন পাঁচটির কথা। ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতা, হিজরত এবং জিহাদের ময়দানে অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিবেচনায় যে বারোটি স্তর করা হয়েছে, নিচে সংক্ষেপে তার বিবরণ তুলে ধরা হলো :

**প্রথম তাবাকা-** যাঁরা মক্কায় একেবারে শুরুতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, যেমন : আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

**দ্বিতীয় তাবাকা-** দারুন নাদওয়াতে ইসলাম গ্রহণের বাইয়াতকারী সাহাবীগণ।

**তৃতীয় তাবাকা-** হাবশায় হিজরতকারী সাহাবীগণ।

**চতুর্থ তাবাকা-** সেই সকল সাহাবী যাঁরা প্রথম আকাবায় ইসলাম গ্রহণকারী।

**পঞ্চম তাবাকা-** দ্বিতীয় আকাবায় ইসলাম গ্রহণকারী, যাঁদের বেশির ভাগ মদীনার আনসার।

**ষষ্ঠ তাবাকা-** প্রথমভাগে মদীনায় হিজরতকারী, যাঁরা রাসূলের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন কুবায়, যখন তিনি সেখানে মসজিদ নির্মাণ করছিলেন।

**সপ্তম তাবাকা-** বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম।

**অষ্টম তাবাকা-** যাঁরা বদর ও হুদাইবিয়ার মধ্যবর্তী সময়ে হিজরতকারী

**নবম তাবাকা-** বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ।

**দশম তাবাকা-** হুদাইবিয়ার পর থেকে মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে হিজরতকারী। এই তাবাকার অন্তর্ভুক্ত বিখ্যাত বীর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, আমর ইবনুল আস, আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমূখ।

**একাদশ তাবাকা-** মক্কা বিজয়ের সময় যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যাঁদের মধ্যে কুরাইশের একটি বড় দল শামিল ছিল।

**দ্বাদশ তাবাকা-** সেই সকল শিশু ও বালক, যাঁরা মক্কা বিজয়ের সময় এবং বিদায় হজের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছিলেন, যাঁদের মাঝে ছিলেন সায়েব ইবনে ইয়াযীদ, আবদুল্লাহ ইবনে সালাবা—এরা রাসূলের দরবারে এলে তিনি তাঁদের দু'জনের জন্য দুআ করেছিলেন, তাঁদের মাঝে আরও ছিলেন, আবুত তুফাইল আমের ইবনে ওয়াসেলাহ এবং আবু জুহাইফা ওয়াহাব ইবনে আবদুল্লাহ। তাঁরা দু'জন প্রিয় নবীকে তাওয়াফের সময় এবং যমযমের নিকট দেখেছিলেন।

## অনুবাদকের কৈফিয়ত

ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশার *সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা* বইটির অনুবাদ বাজারে আছে, তারপরও কেন এই অনুবাদ?

ভালো বইয়ের অনেক অনুবাদ হয়ে থাকে, হওয়া উচিৎ। এর নজির রয়েছে অনেক পুর্ব থেকে। ভারতের মাওলানা আবুল কালাম আজাদের একটি লেখার (انسانیت موت کے دروازے پر) তিনটি বিখ্যাত অনুবাদ বাংলা ভাষায় করেছিলেন মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রহ., মরহুম অধ্যাপক আখতার ফারূক ও মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী—*মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা, জীবন সায়াহ্নে মানবতার রূপ, জীবন সন্ধ্যায় মানবতা*[১] নামে। এক উর্দূ বেহেশতী জেওরের কতগুলো অনুবাদ যে বাজারে আছে তার সঠিক সংখ্যা এই অধমের জ্ঞানের বাইরে।

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মুহাব্বত এবং ড. পাশার অনন্য রচনাশৈলীর প্রতি আকর্ষণের কারণে এই বইটি অনুবাদের পরিকল্পনা করা হয়েছিল ১৯৯৭ ঈ. সালে। আল্লাহর ইচ্ছায় সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হলো ২০১৪ তে। এই বিলম্বের ফলে যে নগদ লাভটি আমরা দেখতে পাচ্ছি তা হলো, লেখকের ব্যাপক পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিমার্জনকৃত সর্বশেষ সংস্করণের মূল আরবী বইটি আমরা হাতে পেয়েছি।

## পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বইয়ের পার্থক্য

বর্তমান বইটিতে কোনো নারী সাহাবীর জীবনী নেই, যা পূর্ব সংস্করণে ছিল। পরে লেখক নিজেই সেই জীবনীগুলো পৃথক করে স্বতন্ত্র বই হিসাবে প্রকাশ করেন। আল-হামদুলিল্লাহ *নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন* নামে সেটা এই অনুবাদকের হাতে অনূদিত এবং রাহনুমা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

পুর্ববর্তী বইটি শুরু হয়েছিল 'সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী'র জীবনী দিয়ে। বর্তমান বইটি শুরু হয়েছে রাসূলের খাদেম 'আনাস ইবনে মালেকে'র জীবনী দিয়ে। এই জীবনী পূর্বের বইতে ছিলই না। পূর্ববর্তী

---

১. *জীবন সন্ধ্যায় মানবতা*, লেখক আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী। রাহনুমা প্রকাশনী দীর্ঘ ৪০ বছর পর পুনরায় ছেপে বইটি পাঠকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

বইয়ের বহু জীবনীর মন্তব্যে অনেক পরিবর্তন এনেছেন লেখক পাশা নিজে। যেমন সালমান আল-ফারসী, যায়েদুল খাইরের জীবনীর মন্তব্যে দেখুন—এমনি ধরনের বেশ কিছু পরিবর্তনের কারণে আমরা মনে করি ইনশাআল্লাহ কিছু নতুনত্ব পাঠকরা এখানে অবশ্যই পাবেন।

মূল থেকে বিচ্যুত না হওয়াই অনুবাদকের কর্তব্য। একথা মাথায় রেখে আমরা সবসময় অনুবাদকে মূলানুগ করার চেষ্টা করে থাকি, তবে পাঠকের বোধগম্যতাকে আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব দেই বলে কোথাও কোথাও প্রয়োজনে ভাবানুবাদেরও আশ্রয় নিতে হয়। পাঠকের জন্য যেখানে জরুরি মনে হয়েছে কিছুটা বাখ্যামূলক তরজমাও আমরা করেছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সাহাবীদের জীবনী দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন।

বিনীত–

**মাসউদুর রহমান**

কমলাপুর, কুষ্টিয়া

রমাযান ১৪৩৮

জুন ২০১৭

# লেখকের দুআ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

হে আল্লাহ্! আমি হৃদয়ের গভীর থেকে অকৃত্রিমভাবে তোমার প্রিয় নবীর সাহাবীদের ভালোবাসি। দয়া করে কেয়ামতের কঠিন দুর্দিনে আমাকে তাঁদের কোনো একজনের একটুখানি সঙ্গ দিয়ো।

ইয়া আর-হামার রাহিমীন আল্লাহ!
তুমি তো জানোই আমি তাঁদের অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ভালোবাসিনি, ভালোবেসেছি শুধু তোমার ক্ষমা আর সন্তুষ্টি পাবার আশায়।

–আবদুর রহমান

# ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা
# রহমাতুল্লাহি আলাইহি

জন্ম ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে।

জন্মস্থান সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের 'আরীহা' শহর। সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা।

মাধ্যমিক শিক্ষা 'হলব' শহরের খসরুবিয়া বিদ্যালয় থেকে। উচ্চ মাধ্যমিক ডিগ্রী মিশর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উসূলুদ্দীন' (ধর্ম) অনুষদ থেকে। সব শেষে কায়রো ইউনিভার্সিটি থেকে আরবী সাহিত্যে অনার্স, মাস্টার্স ও পি.এইচ.ডি.।

কর্মজীবনের শুরু শিক্ষক হিসাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সিরিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরবী ভাষার প্রধান পরিদর্শক (Inspector)। তারপর দামেস্কের 'দারুল কুতুব' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পাশাপাশি দামেস্ক ইউনিভার্সিটির কলা অনুষদের প্রভাষক।

সৌদি আরবের ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। এখানে ইসলামী সাহিত্য কারিকুলাম এবং 'অলঙ্কার ও সমালোচনা' বিভাগের চেয়ারম্যান, 'মজলিসে ইল্‌মী'র (শিক্ষা পরিষদ) আজীবন সদস্য ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও প্রকাশনা পর্ষদ প্রধানের দায়িত্ব পালন।

মরহুম ড. আবদুর রহমান ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির উদ্বোধক নন, বহু চিন্তাশীল, গবেষক তাঁর পূর্বেও এ কাজ করেছেন... তবে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন পূর্বসূরীদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ও স্বার্থক রূপায়ন ঘটাতে। সাহিত্য ও সমালোচনার ক্ষেত্রে একমাত্র তিনিই ফুটিয়ে তুলেছিলেন পরিপূর্ণ ইসলামী ভাবধারা।

তিনি সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর সভাপতিত্বে *রাবেতা আল-আদাবুল ইসলামী*'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সহ-সভাপতি। এছাড়াও বহু সংস্থা ও কমিটির তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় সদস্য।

মৃত্যু ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুলাই শুক্রবারে তুর্কিস্তানের ইস্তাম্বুল শহরে। তাঁকে দাফন করা হয় সেখানেরই 'ফাতেহা' গোরস্থানে। যেখানে সমাহিত রয়েছেন অনেক সাহাবী ও তাবেঈ। জীবদ্দশায় যাঁদের তিনি সর্বাধিক ভালোবাসতেন এবং যাঁদের পাশে একটু স্থান পাওয়ার ব্যাকুল প্রার্থনা করতেন মহান প্রভুর দরবারে। আল্লাহ সেই প্রার্থনা কবুল করে পৃথিবীতেই তাঁর মৃতদেহকে স্থান দিয়েছেন মহান সাহাবী ও তাবেঈদের কবরের পাশে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে আমাদের প্রার্থনা—চিরস্থায়ী জান্নাতেও তাঁকে তাঁদের সঙ্গী বানিয়ে দিন। আমীন।

## সূচিপত্র

১। আনাস ইবনে মালেক আল-আনসারী—৩১
২। সাঈদ ইবনে আমের আল-জুমাহী—৪১
৩। তুফাইল ইবনে আমর আদ-দাউসী—৫৩
৪। আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস-সাহমী—৬৫
৫। উমায়ের ইবনে ওয়াহাব—৭৯
৬। বারা ইবনে মালেক আল-আনসারী—৮৯
৭। সুমামা ইবনে উসাল—৯৯
৮। আবু আইয়ূব আল-আনসারী—১১১
৯। আমর ইবনুল জামূহ—১২৩
১০। আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ—১৩৫
১১। আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ—১৪৭
১২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—১৫৯
১৩। সালমান আল-ফারসী—১৭৩
১৪। ইকরিমা ইবনে আবী জাহল—১৮৫
১৫। যায়েদ আল-খাইর—২০১
১৬। আদিই ইবনে হাতিম আত-তাঈ—২১৩
১৭। আবু যর আল-গিফারী—২২৫
১৮। আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম—২৩৭
১৯। মাজযাআ ইবনে সাওর আস-সাদূসী—২৪৭
২০। উসাইদ ইবনুল হুযাইর—২৫৭
২১। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—২৭১
২২। নুমান ইবনে মুকাররিন আল—মুযানী-২৯১
২৩। সুহাইব আর-রূমী—৩০৫
২৪। আবুদ দারদা—৩১৭
২৫। যায়েদ ইবনে হারেসা—৩৩৫
২৬। উসামা ইবনে যায়েদ—৩৪৯

২৭। সাঈদ ইবনে যায়েদ—৩৬১
২৮। উমাইর ইবনে সাদ (বাল্যজীবন) —৩৭১
২৯। উমাইর ইবনে সাদ (কর্মময় জীবনে) —৩৮৩
৩০। আবদুর রহমান ইবনে আউফ—৩৯৫
৩১। জাফর ইবনে আবী তালেব—৪০৯
৩২। আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস—৪২৯
৩৩। সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস—৪৪৫
৩৪। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান—৪৫৭
৩৫। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী—৪৭১
৩৬। বেলাল ইবনে রাবাহ—৪৮১
৩৭। হাবীব ইবনে যায়েদ আল-আনসারী—৪৯৫
৩৮। আবু তালহা আল-আনসারী—৫০৭
৩৯। ওয়াহ্শী ইবনে হারব—৫১৯
৪০। হাকীম ইবনে হাযাম—৫২৯
৪১। আব্বাদ ইবনে বিশ্র—৫৩৯
৪২। যায়েদ ইবনে সাবেত আল-আনসারী—৫৪৭
৪৩। রাবীআ ইবনে কাআব—৫৫৭
৪৪। যুল বিজাদাইন—৫৬৯
৪৫। আবুল আস ইবনে রাবী—৫৭৯
৪৬। আসেম ইবনে সাবেত—৫৯১
৪৭। উতবা ইবনে গাযওয়ান—৬০১
৪৮। নুআইম ইবনে মাসউদ—৬১৩
৪৯। খাব্বাব ইবনুল আরত—৬২৯
৫০। রাবী ইবনে যিয়াদ আল্-হারেসী—৬৪১
৫১। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম—৬৫৫
৫২। খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস—৬৬৭
৫৩। সুরাকা ইবনে মালেক—৬৮১
৫৪। ফাইরূয আদ-দাইলামী—৬৯৫

ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা

# সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন

(রাযিয়াল্লাহু আনহুম)

# আনাস ইবনে মালেক আল-আনসারী

হে আল্লাহ! তাকে দান করো সন্তান ও সম্পদ,
তার জীবনকে করে দাও বরকতময়।
-প্রিয় নবীর দুআ

আনাস ইবনে মালেক ছিলেন নিষ্পাপ গোলাপের মতো নিশ্চিন্ত বয়সের ছোট্ট এক বালক, যখন তার মা 'গুমাইসা'[১] তাকে শিখিয়েছিলেন কালিমা-ই শাহাদাত। তার হৃদয়ের কোমল পাত্রটিকে তিনি পূর্ণ করে দিয়েছিলেন ইসলামের নবী মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা দিয়ে...

আনাস প্রিয় নবীর ভালোবাসায় পাগলপারা হয়ে পড়েছিল শুনতে শুনতে।

বিস্ময়ের কিছু নেই, দেখা-সাক্ষাৎ ছাড়া অনেক সময় শুধু শুনে শুনেও প্রেম সৃষ্টি হয় ...

ছোট্ট বালক হৃদয়ে কতবার আকাঙ্ক্ষা জাগল, আহা! যদি আমি মক্কায় ছুটে যেতে পারতাম তাঁর নূরানী চেহারাখানা দেখতে! অথবা যদি তিনি নিজেই চলে আসতেন 'ইয়াসরিবে' আমাকে সাক্ষাতের সুযোগ দিতে!

১. গুমাইসা রাযিয়াল্লাহু আনহার জীবনী দেখুন রাহনুমা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত *নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন*-এ।

বালক আনাসের এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার পর খুব বেশিদিন পার হয়নি, এর মধ্যে 'ইয়াসরিবে' ছড়িয়ে পড়ল এই সুসংবাদ—প্রিয় নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এবং তাঁর সঙ্গী আবু বকর সিদ্দীক রওনা করেছেন ইয়াসরিবের উদ্দেশ্যে...

এতে প্রতিটি গৃহে বয়ে গেল আনন্দের জোয়ার... প্রতিটি হৃদয় নেচে উঠল খুশির ছোঁয়ায়। সব মানুষের ব্যাকুল হৃদয় আর চঞ্চল চাহনি আটকে রইল সেই মুবারক পথে, যেই পথ ধরে এগিয়ে আসছেন প্রিয় নবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ও তাঁর সঙ্গী 'ইয়াসরিব' এর দিকে।

* * *

এরপর প্রতিদিন প্রভাতে শিশু বালকেরা হৈ চৈ করে গুজব ছড়াত-

'মুহাম্মাদ এসে পড়েছে'... 'এসে পড়েছে...'

এই হৈ চৈ শুনে প্রতিদিনই ঘর থেকে ছুটে বেড়িয়ে পড়ত আনাস অন্য শিশুদের সঙ্গে; কিন্তু কাউকেই খুঁজে না পেয়ে চিন্তিত ও বিষণ্ন মনে আবার ফিরে আসত ঘরে।

* * *

কোনো এক আলোকিত ও উজ্জ্বল প্রভাতে 'ইয়াসরিব' এর বড় বড় পুরুষ মানুষেরা চিৎকার করে জানাল,

'মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গী এসে পড়েছেন মদীনার কাছাকাছি।'

বড় বড় লোকেরা এগিয়ে গেলেন সেই মুবারক পথের দিকে, যে পথ ধরে তাদের কাছে আসছেন হিদায়াত আর কল্যাণের নবী...

তারা দলে দলে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলেন তাঁর উদ্দেশ্যে, যাদের মধ্যে ঢুকে ছিল ছোট ছোট শিশু বালকের দল, যাদের চেহারায় ফুটে উঠছিল শিশু-অন্তর ছাপানো, হৃদয় উপচানো আনন্দ-উল্লাস...

আর সেই সব শিশুর অগ্রভাগে ছিল আনাস ইবনে মালেক আল-আনসারী।

প্রিয় নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এলেন সঙ্গী আবু বকর সিদ্দীক [রাযিয়াল্লাহু আনহু]-সহ। তাঁরা আগাতে থাকলেন কিশোর বালক আর বড় বড় মানুষের বিশাল দলের মাঝখান দিয়ে...

নারীরা আর ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা ছিল ঘর-বাড়ির ছাদগুলিতে, তারা রাসূলুল্লাহকে [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এক নজর দেখার জন্য ছটফট করে জানতে চায়-

'নবী কোন্‌টা?'

সে ছিল এক অবিস্মরণীয় দিন...

আনাস ইবনে মালেক নিজের শতাধিক বয়সের দীর্ঘজীবন ধরে স্মরণ করেছেন সেই অবিস্মরণীয় দিনটির কথা।

* * *

প্রিয় নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মদীনায় এখনো স্থির হননি, এরই মধ্যে তাঁর কাছে এলেন আনাসের মা 'গুমাইসা বিনতে মিলহান'। সঙ্গে ছিল তাঁর ছোট্ট বালকপুত্র, মায়ের সম্মুখে লাফালাফি করছিল আর কপালের ওপর ঝুলছিল বেণীর মতো দুটো কেশগুচ্ছ।

গুমাইসা প্রিয় নবীকে সালাম দিয়ে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনসারের প্রতিটি নারী-পুরুষ আপনাকে দিয়েছেন কিছু না কিছু হাদিয়া। কিন্তু আমার কাছে আপনাকে দেওয়ার মতো কিছুই যে নেই এই পুত্রটি ছাড়া! দয়া করে একেই গ্রহণ করুন। আপনার খেদমতের জন্য একে দিয়ে গেলাম।'

প্রিয় নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] শিশু বালকটিকে পেয়ে দারুন খুশি হলেন, সে খুশির ঝিলিক দেখা গেল তাঁর হাস্যোজ্জ্বল চেহারায়। তিনি বালকটির মাথায় বুলিয়ে দিলেন নিজের পবিত্র হাত, নিজের কোমল আঙ্গুলগুলি দিয়ে স্পর্শ করলেন কপালে ঝুলে থাকা তার কেশগুচ্ছ, তাকে যুক্ত করে নিলেন নিজের পরিবারের মধ্যে।

আনাস ইবনে মালেক অথবা প্রিয় নবীর আদরের 'উনাইস' ছিলেন দশ বছর বয়সের এক বালক, যেদিন তিনি গৃহীত হয়েছিলেন প্রিয় নবীর খেদমতের জন্য।

প্রিয় নবীর ওফাত পর্যন্ত তিনি তাঁরই পাশে, তাঁরই তত্ত্বাবধানে জীবন কাটিয়েছিলেন।

প্রিয় নবীর একান্ত সাহচর্য লাভ করেন তিনি পূর্ণ দশ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি গ্রহণ করেন প্রিয় নবীর জীবন দর্শন—যা দ্বারা তিনি পরিশুদ্ধ করেন নিজের নফসকে।

মুখস্থ করেন তাঁর হাদীস—যা দ্বারা পরিপূর্ণ করেন নিজের অন্তরকে।

জেনে নেন তাঁর জীবনচরিত, তাঁর ভেতর-বাহির এবং তাঁর উত্তম আখলাক—যা একমাত্র তাঁর মাধ্যমেই জানতে পেরেছে সমগ্র উম্মত।

* * *

আনাস ইবনে মালেক দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেয়েছেন এমন দয়া ও স্নেহের আচরণ, যা কোনো সন্তান পায়নি পিতার নিকট...

তিনি স্বাদ গ্রহণ করেছেন তাঁর উন্নত চরিত্রের এবং মহত্তম স্বভাবের, যার জন্য তিনি জগৎময় হয়ে পড়েছেন ঈর্ষণীয়।

আমরা এখন দয়ার নবীর কোমলতা, উদারতা ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের কিছু উজ্জ্বল চিত্র উপস্থাপনের ভার দিচ্ছি খোদ আনাস ইবনে মালেকের ওপর। কারণ এ বিষয়ে তিনিই সর্বাধিক জ্ঞাত আর তাঁর বর্ণনাই হবে সর্বাধিক শক্তিশালী...

আনাস ইবনে মালেক বলেন :

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রের, প্রশস্ততম হৃদয়ের এবং পূর্ণতম মমতার অধিকারী...

একদিন তিনি আমাকে একটি কাজে পাঠালেন, আমি সঙ্গে সঙ্গেই বের হলাম কিন্তু তাঁর কাজে না গিয়ে চলে গেলাম বাজারে খেলাধুলায় মত্ত বালকদের সঙ্গে খেলতে। সেখানে পৌঁছার কিছুক্ষণ পর বুঝলাম কেউ একজন আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আমার জামা ধরে টানছে...

পেছনে ফিরে তাকালাম, চমকে উঠে দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পেছনে দাঁড়িয়ে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন মুখে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে,

'হে উনাইস! তোমাকে যেখানে যেতে বলেছিলাম সেখানে কি গিয়েছিলে?'

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, 'হ্যাঁ... এক্ষুনি যাব ইয়া রাসূলাল্লাহ...!

'আল্লাহর কসম! আমি দশ বছর তাঁর খেদমত করেছি, (এই দীর্ঘ সময়ে) তিনি কখনোই এমন প্রশ্ন করেননি, 'কেন করলে?' কখনোই বলেননি, 'কেন করোনি?'

* * *

প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ডাকতেন আনাসকে, তখন নিজের কণ্ঠে সবটুকু স্নেহ-মমতা আর আদর মেখে শিশু বাচ্চার মতো করে বলতেন, ইয়া উনাইস! কখনো বলতেন, ইয়া বুনাইয়া (হে আমার আদরের বেটা!)

তিনি তাকে প্রচুর উপদেশ দিতেন, নসিহত করতেন যেগুলো পুর্ণ করে রাখত তার হৃদয়কে, অধিকার করে থাকত তাঁর জ্ঞানের জগৎকে।

তাঁর একটি উপদেশবাণী ছিল এমন :

'বেটা! তোমার অন্তরে কারোর প্রতি কোনো বিদ্বেষ নেই—এমনভাবে যদি সকাল (থেকে সন্ধ্যা) এবং সন্ধ্যা (থেকে সকাল) কাটাতে পারো তাহলে তুমি তাই কোরো...

বেটা! মনে রেখো ওটাই আমার সুন্নাত। যে আমার সুন্নাত জীবিত করল (দৃঢ়তার সঙ্গে আমল করল) নিশ্চিত সে আমাকে সত্যিকারের মুহাব্বত করল...

আর যে আমাকে সত্যিকারের মুহাব্বত করল, সে থাকবে আমার সঙ্গে জান্নাতে...

বেটা! যখন তুমি প্রবেশ করবে তোমার গৃহে, পরিবারের লোকদের সালাম দেবে, তাহলে সেটা তোমার ও তোমার পরিবারের লোকদের জন্য হবে বরকতের কারণ।'

* * *

আনাস ইবনে মালেক প্রিয় নবীর ওফাতের পর বেঁচেছিলেন আশি বছরেরও বেশি। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি মানুষের অন্তরকে পূর্ণ করে দিয়েছেন ইলমে রাসূল দ্বারা, ভরে দিয়েছিলেন তাদের জ্ঞান-উপলব্ধিকে ফিকহে নববী দ্বারা...

এর মাঝে তিনি জীবন্ত করে তুলেছেন অন্তরসমূহকে, সাহাবী ও তাবেঈদের মাঝে প্রিয় নবীর আদর্শের প্রসার ঘটিয়ে এবং মানুষের মাঝে মহানবীর অমূল্য বাণী ও মহৎ কর্মের প্রচার করে।

আনাস দীর্ঘ জীবনের বিস্তৃত পরিসরে ছিলেন মুসলিমজাতির আশ্রয়স্থল। তারা ছুটে আসত তাঁর কাছে যখনই সৃষ্টি হতো কোনো জটিলতা, ভরসা করত তাঁরই ওপর যখনই তাদের কাছে অস্পষ্ট বোধ হতো কোনো হুকুম।

কেয়ামতের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাউজে কাউসারের পানি পান করাবেন—এর সত্যতা নিয়ে কিছু লোক তর্ক-বিতর্ক করল। এ বিষয়ে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন,

ভাবতে অবাক লাগে যে হাউজে কাউসার নিয়ে এমন ঝগড়া-বিবাদ আমাকে দেখতে হচ্ছে। অথচ এমন অনেক অভিজ্ঞ ও বয়স্ক বৃদ্ধ আছেন, যারা প্রত্যেক নামাযের পর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন, যেন তারা কেয়ামতের ময়দানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউজের পানি পান করার তাওফীক লাভ করেন।

* * *

আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু দীর্ঘজীবন কাটিয়েছেন প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্য স্মৃতি স্মরণ করে...

তিনি খুব প্রফুল্য হতেন প্রিয় নবীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তটি মনে পড়লে। প্রচুর অশ্রু ঝরাতেন তাঁকে হারানো বিষাদময় দিনটি স্মরণ হলে।

তিনি বারবার প্রিয় নবীর কথা বলতেন, বারবার তাঁকে স্মরণ করতেন। তিনি নিজের কাজে ও কথায় তাঁরই অনুসরণ করতেন, তিনি তাই পছন্দ করতেন যা ছিল প্রিয় নবীর পছন্দ, তিনি সেটাই অপছন্দ করতেন যা ছিল তাঁর অপছন্দ।

আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনের সেরা স্মরণীয় দিন ছিল দুইটি। একটি ছিল, প্রিয় নবীর সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের দিন, অন্যটি ছিল তাঁকে চিরতরে হারানোর দিন।

যখন মনে পড়ত প্রথম দিনের কথা, তিনি খুবই খুশি হতেন এবং সতেজ হয়ে উঠতেন। আর যখন মনে হতো দ্বিতীয় দিনটির কথা, শোকে কাতর হতেন—নিজে এমনভাবে কাঁদতেন যে আশপাশের সকলকেও তাঁর সেই কান্না স্পর্শ করত।

তিনি প্রায়ই বলতেন, আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছিলাম আমাদের মাঝে আগমনের দিন, আবার তাঁর চির বিদায়ের দিন, ঐ দুটো দিনই আমার জীবনে তুলনাহীন।

মদীনাতে তাঁর আগমনের দিনে সবকিছুই ঝলমলে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যেদিন তিনি চলে গেলেন আপন প্রভুর সান্নিধ্যে, জগতের সবকিছুই অন্ধকারে ছেয়ে গেল...

তাঁকে সর্বশেষ দেখেছিলাম সোমবার, যখন তাঁর হুজরা থেকে পর্দা সরানো হয়েছিল। সেদিন সকলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন। তারা প্রায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, আবু বকর ইঙ্গিতে তাদের স্থির থাকতে বললেন।

সেই দিনেরই শেষ বেলায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হয়ে গেল। আমরা যখন তাঁকে দাফন করছিলাম, আমাদের নিকট তাঁর চেহারার চেয়ে অধিক পছন্দনীয় আর কিছু ছিল না।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস ইবনে মালেকের জন্য একাধিকবার দুআ করেছেন। তাঁর একটি দুআ ছিল :

'হে আল্লাহ! তাকে দান করো সম্পদ ও সন্তান, আর বরকত দাও তার জীবনে।'

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবীর দুআ কবুল করলেন। আনাস হলেন আনসার সাহাবীদের মাঝে সম্পদে ও সন্তানে সর্বাধিক প্রাচুর্যময়; এমনকি তিনি আপন জীবনকালেই দেখেছিলেন শতাধিক সন্তান ও নাতিকে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর জীবনে দিয়েছিলেন এমন বরকত যে তিনি বেঁচেছিলেন পূর্ণ এক শতাব্দীকাল আরও তিন বছর।

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআত প্রাপ্তির ব্যাপারে ছিলেন তীব্র আশাবাদী। তিনি প্রায়ই বলতেন,

আমি কিয়ামতের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে হাজির হয়ে বলব, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে দেখুন আপনার 'পিচ্চি' খাদেম উনাইস।

আনাস ইবনে মালেক যখন মৃত্যুমুখে উপনীত হলেন, তখন নিজ পরিবারের লোকদের বললেন, তোমরা আমাকে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর তালকীন করো।

এরপর তিনি ঐ কালেমা পড়তে পড়তে মৃত্যুবরণ করলেন।

তিনি অসিয়ত করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোট্ট লাঠি যেন তাঁর সঙ্গে কবরে দাফন করে দেওয়া হয়। সুতরাং সেটা তাঁর দেহের পাশে কামিসের মধ্যে রেখে দাফন করা হলো।

* * *

অভিনন্দন আনাস ইবনে মালেক আল-আনসারীর প্রতি, আল্লাহ তাআলা পূর্ণ করে দিয়েছেন তার প্রতি কল্যাণ।

তিনি মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে কাটিয়েছেন পূর্ণ দশ বছর...

তিনি ছিলেন তাঁর হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তিত্ব, অন্য দু'জন ছিলেন আবু হুরাইরা এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর...

আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলিমজাতির পক্ষ থেকে দান করুন সর্বোত্তম বিনিময় তাঁকে ও তাঁর মা গুমাইসাকে।

**তথ্যসূত্র :**

১. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৭১ পৃষ্ঠা; *আত্তারজামা* : ২৭৭।
২. *আল-ইসতীআব*, ১ম খণ্ড, ৭১ পৃষ্ঠা।
৩. *তাহযীবুত তাহযীব*, ১ম খণ্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা।
৪. *আল-জামউ বাইনা রিজালিস সহীহাইন*, ১ম খণ্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা।
৫. *উসদুল গাবাহ*, ১ম খণ্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা।
৬. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা।
৭. *আল-মাআরিফ*, ১৩৩ পৃষ্ঠা।
৮. *আল-ইবার*, ১ম খণ্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা।
৯. *সীরাতু বাতল*, ১০৭ পৃষ্ঠা।
১০. *তারীখুল ইসলাম* লিযযাহাবী, ৩য় খণ্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা।
১১. *ইবনে আসাকির*, ৩য় খণ্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা।
১২. *ইবনে আসাকিরআল-জারাহ ওয়াত তাদীল*, ১ম খণ্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা।